kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 OCT 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম 2

বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতার হাতাহাতি

বাকৃবি প্রতিনিধি ▶

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিএনপিপন্থী এক শিক্ষকের শরীরে ওই ছাত্রলীগ নেতার মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে ওই ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ নেতাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা। অন্যদিকে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকরা তাঁকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই ছাত্রলীগ নেতা।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ করে আসছে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সোনালী দল। নিয়োগ-বাণিজ্য বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে সোনালী দলের শিক্ষক নেতারা গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকে জড়ো হতে থাকেন। এ সময় ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেলিম ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সোনালী দলের এক শিক্ষকের গায়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ করে তাঁর সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন উপস্থিত শিক্ষকরা। একপর্যায়ে শিক্ষকদের কয়েকজনের সঙ্গে ওই ছাত্রলীগ নেতার হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এদিকে ক্ষমতার দাপটে শিক্ষকদের তোয়াক্কা না করেই উপস্থিত শিক্ষকদের ভেতর দিয়ে মোটরসাইকেল ঢুকিয়ে দেন ওই ছাত্র নেতা। তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে সোনালী দল। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে ছাত্রলীগ নেতা পরিচয় জেনে কোনো কারণ ছাড়াই সোনালী দলের শিক্ষকরা তাঁকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রলীগ নেতা সেলিম। বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের হাতে ছাত্রলীগ নেতা লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

এ ব্যাপারে সোনালী দলের সভাপতি অধ্যাপক ড. ইদ্রিস মিয়া বলেন, 'উপাচার্যের কাছে অভিযুক্ত বহিরাগতকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। আজ শুক্রবার সোনালী দলের সাধারণ সভায় আলোচনা করে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।'

এ ব্যাপারে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে মারধর করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা। আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে এর বিচার চাই।'

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. শহীদুর রহমান খান বলেন, 'বিষয়টি আমার আওতায় নয় বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা কমিটির। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ওই কমিটিই নেবে।'